বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৭

তারিখঃ কার্তিক ২৩, ১৪২৯ / নভেম্বর ০৮, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সিএমএসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে নীতিমালা সহজীকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে জুলাই ১৯, ২০২২ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদনসহ সেবা খাতে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদেরকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে মেয়াদী ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে "সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়।

০৩। বর্তমান চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতির কারণে বাংলাদেশের সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাগণও নতুন করে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হচ্ছেন। দেশের অর্থনীতির গতি চলমান রাখার লক্ষ্যে সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মকান্ডে উদ্যোক্তাগণের মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের পাশাপাশি চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাদের গ্রাহকদের উক্ত চাহিদা পূরণে অর্থায়ন করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে উৎপাদন খাতের পাশাপাশি ব্যবসা (Trading) খাতেও ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নম্বর ২.৪(ক) এবং (ঘ) এ বর্ণিত নির্দেশনা নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ

অনুচ্ছেদ নম্বর ২.৪(ক) ঃ "এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর আলোকে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগসমূহ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে। এতদ্ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তাগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত/প্রদেয় মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের পাশাপাশি চলতি মূলধন হিসেবে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগসমূহও এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে। তবে, প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্তৃক মোট বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৪০(চল্লিশ) শতাংশের বেশি চলতি মূলধন খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না এবং চলতি মূলধন হিসেবে প্রদত্ত/প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই পণ্য মজুদের (Hoarding) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।"

অনুচ্ছেদ নম্বর ২.৪(ঘ) ঃ "ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ স্কিমের আওতায় তাদের কর্তৃক বিতরণকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের ন্যূনতম ৬৫(পঁয়ষট্টি) শতাংশ উৎপাদন ও সেবা খাতে এবং সর্বোচ্চ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) শতাংশ ব্যবসা খাতে প্রদান করতে পারবে।"

০৪। এতদ্ব্যতীত, সূত্রে বর্ণিত সার্কুলারের অপরাপর নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

০৫। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জাকের হোসেন)
পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২